তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ৫৪৫

**তরুণদের ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিতে দক্ষ করতে শিক্ষা**

**প্রতিষ্ঠানে রিসার্চ ইনোভেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে**

 **-- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ মাঘ (১১ ফেব্রুয়ারি) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, দেশের তরুণ প্রজন্মকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং, রোবটিক্সসহ ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিতে দক্ষ করে গড়ে তুলতে আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে দেশের ৫৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রিসার্চ ইনোভেশন সেন্টার (আরআইসি) প্রতিষ্ঠা করা হবে। কলেজগুলোর মধ্যে সবার আগে রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে ইনোভেশন সেন্টার করার ঘোষণাও দেন তিনি। তিনি পেপারলেস ক্যাশলেস কলেজ বিনির্মাণে এ কলেজকে আইসিটি বিভাগ থেকে সার্বিক সহায়তা করা হবে বলে তিনি জানান।

প্রতিমন্ত্রী আজ ‘ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজে ষষ্ঠ ডিআরএমসি - পেট্রোম্যাক্স ইন্টারন্যাশনাল টেক কার্নিভাল-২০২৩’ এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ইতিমধ্যেই এই কলেজে তিনটি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। আরেকটি স্কুল অভ্‌ ফিউচার প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। এবার চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি বিষয়ে হাতে-কলমে শেখাতে ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরামের সঙ্গে চুক্তি করে এশিয়ায় জাপান ও ভারতের পর বাংলাদেশে একটি সেন্টার ফর ফোর আইআর স্থাপন করা হবে।

কার্নিভালে অংশগ্রহণকারী উদ্ভাবনী প্রকল্প এবং প্রোগ্রামিং ও ওয়েবসাইট ডিসপ্লে, লাইন ফলোয়িং রোবটসহ নানা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী। এ সময় কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কলেজের ক্লাব সমূহের প্রধান সমন্বয়ক সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরুন্নবী, আইসিটি বিভাগের প্রভাষক কার্নিভালের আহ্বায়ক রাসেল আহমেদ এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অধীনে উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প পরিচালক মোঃ আলতাফ হোসেন।

এর আগে কার্নিভালের প্রকল্পগুলো ঘুরে দেখেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী।টেক কার্নিভালে উপস্থাপিত প্রকল্পগুলো নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী বলেন, ওয়ারলেস ইলেকট্রিসিটি প্রকল্পে এই তরুণ উদ্ভাবকরা আজ আমার সামনে ২২০ ভোল্টেজের দুটি লাইট জ্বালিয়ে দেখালো। হয়তো এমন অসংখ্য উদ্ভাবন বাংলাদেশ থেকে আসবে। গুগল, ফেসবুক, চ্যাটজিপিটি শুধুমাত্র সিলিকনভ্যালি থেকে নয়, ২০৪১ সাল নাগাদ এই ইন্টারন্যাশনাল টেক কার্নিভালের উদ্ভাবকরা প্রযুক্তি বিশ্বে নেতৃত্ব দেবে।

কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কলেজের ক্লাবসমূহের প্রধান সমন্বয়ক সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরুন্নবী, আইসিটি বিভাগের প্রভাষক এবং কার্নিভালের আহ্বায়ক রাসেল আহমেদ।

উল্লেখ্য, স্মার্ট বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় তরুণ প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করা এবং ২০৪১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নে নবীনদের উৎসাহিত করতেই তিনদিনব্যাপী এই টেক কার্নিভালের আয়োজন করা হয়। তারহীন বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট সহ নানা উদ্ভাবন নিয়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ সহস্রাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণে আজ শেষ হলো তিন দিনের ডিআরএমসি এ টেক কার্নিভাল।

৯ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া এ কার্নিভালে ইনোভেশন প্রজেক্ট ডিসপ্লে, প্রোগ্রামিং কনটেস্ট, ওয়েবসাইট ডিসপ্লে, লাইন ফলোয়িং রোবট, লোগো ডিজাইন, টেক আর্টিকেল রাইটিং, ইত্যাদি ইভেন্টে দেশের ও অনলাইনে দেশের বাইরের চার শতাধিক খ্যাতনামা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ সহস্রাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

#

শহিদুল/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/সেলিম/২০২৩/২১৪০ ঘণ্টা

Handout Number : 544

**Bangladesh hands over the humanitarian**

**assistance package to the Syrian authority**

Dhaka, February 11 :

A humanitarian assistance package for the people of Syria from the government of Bangladesh, under the directives of the Prime Minister Sheikh Hasina, arrived at Damascus, Syria today by a special flight of Bangladesh Air Force Aircraft. Ambassador of Bangladesh to Syria resident in Amman Nahida Sobhan and Deputy Minister of Local Administration and Environment of Syria Moutaz Douaji received the relief goods at the Damascus international airport.

The humanitarian assistance package contains of dry food, medicine, blankets, tents and winter clothes. The relief goods were later handed over to the International Committee of Red Cross (ICRC) for proper coordination and distribution among the earthquake- affected people in Syria.

Earlier, the President Md. Abdul Hamid, the Prime Minister Sheikh Hasina and the Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen conveyed profound condolences to their Syrian counterparts on behalf of the government and the people of Bangladesh. The Ministry of Foreign Affairs coordinated the whole course of sending the humanitarian assistance package in collaboration with the AFD, BAF and the MDMR in successfully dispatching the relief goods to Syria.

#

Enayet/Sanjib/Mahmud/Salim/2023/21.45 Hrs.

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৪৩

**বন আইন যুগোপযোগী করা হবে**

 **-- বনমন্ত্রী**

কুলাউড়া (মৌলভীবাজার), ২৮ মাঘ (১১ ফেব্রুয়ারি) :

 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, বর্তমানে বন আইন ১৯২৭ সালে ব্রিটিশদের করা। সেই আইন প্রয়োগ করে জবরদখল রোধ করা যাচ্ছে না। আমরা বনের নতুন আইন তৈরির উদ্যোগ নিয়েছি। আগামী সংসদে সেই আইন খসড়া প্রস্তাবনা আনা হবে৷ আইনটি পাস হলে সরকারের সকল বনভূমির সমস্যার সমাধান হবে।

 আজ মৌলভীবাজারের কুলাউড়ার গাজীপুরে বন বিভাগের রেঞ্জ অফিসের আধুনিক ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, সরকারের এসডিজি বাস্তবায়নে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা হলো ২৪ শতাংশ বন থাকতে হবে। বর্তমানে সরকারি বন রয়েছে ১৪ দশমিক ১ শতাংশ। কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে বন বৃদ্ধি করতে সরকার কাজ করছে। আর সামাজিক বনায়নে বাড়ি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মিলে মোট ২২ দশমিক ৩৭ শতাংশ বনায়ন রয়েছে। বনায়ন বৃদ্ধি করার জন্য সিলেট বিভাগে সুফল প্রকল্পের আওতায় ৭৫ কোটি টাকার কাজ চলমান আছে।

 অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের করা প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, হাকালুকি হাওরকে হাওর উন্নয়ন বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চলমান আছে। উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মাধবকুণ্ড থেকে যে খাল হাওর পর্যন্ত গেছে সেটির খনন কাজ চলছে এবং হাওর এলাকায় ৩টি বিল ও ১৮টি পুকুর খনন করা হচ্ছে।

 কুলাউড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ মাহমুদুর রহমান খোন্দকারের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিলেট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মোঃ তৌফিকুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম রেণু, কুলাউড়া পৌরসভার মেয়র সিপার উদ্দিন আহমদ, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা রেজাউল করিম চৌধুরী, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফাতেহা ফেরদৌস চৌধুরী পপি, জুড়ী উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিংকু রঞ্জন দাস, সহকারী বন সংরক্ষক (শ্রীমঙ্গল) মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক ও কুলাউড়া রেঞ্জ কর্মকর্তা মোঃ রিয়াজ উদ্দিন।

 উল্লেখ্য, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কুলাউড়া বনবিভাগের দৃষ্টিনন্দন ও আধুনিক রেঞ্জ কার্যালয় ভবনটি নির্মাণ করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিরসনে সিলেট বন বিভাগে পুনঃবনায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৩৮ লাখ ৭৫ হাজার টাকা ব্যয়ে ভবনটি নির্মিত হয়েছে।

#

দীপংকর/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/সেলিম/২০২৩/২০১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৫৪২

**বাংলা একাডেমিতে তিনটি গবেষণাগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচনে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ মাঘ (১১ ফেব্রুয়ারি):

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ থেকে পিএইচডি অর্জনকারী সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক ড. বেনজীর আহমেদ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক সদস্য ড. সৈয়দ মো. আমিনুল করিম ও ব্যাংকার ড. মো. আরিফুল ইসলাম প্রণীত তিনটি গবেষণা গ্রন্থের মোড়ক ভার্চুয়াল উপায়ে যুক্ত হয়ে উন্মোচন করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ।

ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে রাজধানীতে চলমান অমর একুশে বইমেলা উপলক্ষ্যে আজ বাংলা একাডেমির কবি জসিম উদ্দিন ভবন মিলনায়তনে বই তিনটির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী চট্টগ্রাম থেকে অনলাইনে প্রধান অতিথি হিসেবে যুক্ত হন।

ঢাবি’র সাবেক উপাচার্য ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সম্মানিত অতিথি এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন। গ্রন্থত্রয় প্রকাশক হাক্কানি পাবলিশার্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম মোস্তফা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

মন্ত্রী বলেন, ড. বেনজীর আহমেদ প্রণীত ‘বাংলাদেশ পুলিশ ইন ইউএন পিসকিপিং ফোর্স’, ড. সৈয়দ মো. আমিনুল করিম প্রণীত ‘ট্যাক্স রেভিনিউ ইন বাংলাদেশ’ ও ড. মো. আরিফুল ইসলাম প্রণীত ‘নন-পারফর্মিং লোনস ইন বাংলাদেশ’ গ্রন্থ তিনটি আগ্রহী শিক্ষার্থী ও গবেষকদের অনেক কাজে লাগবে।

#

আকরাম/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহ্‌মুদ/শামীম/২০২৩/১৯১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৪১

**আইনি সহায়তা বাড়াতে লিগ্যাল এইড অফিসের**

**সক্ষমতা ও জনসচেতনতা বাড়ানোর পরামর্শ**

ঢাকা, ২৮ মাঘ (১১ ফেব্রুয়ারি) :

সরকারি আইনি সহায়তা বাড়াতে তৃণমূল পর্যায়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, লিগ্যাল এইড অফিসের সক্ষমতা বাড়ানো, লিগ্যাল এইড কমিটির সদস্যদের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো, উপজেলা পর্যায়ে লিগ্যাল এইড অফিস সম্প্রসারণসহ বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন লিগ্যাল এইড কমিটির সভাপতিগণ।

আজ ঢাকার রেডিসন হোটেলে স্থানীয় পর্যায়ে লিগ্যাল এইড কমিটির সক্ষমতা বিষয়ক সমন্বয় সভায় কমিটির সভাপতিগণ এসব পরামর্শ দেন। ইউএসএআইডি’র প্রমোটিং পিস এন্ড জাস্টিস এবং জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার যৌথ উদ্যোগে এ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় দেশের নির্বাচিত ২০টি জেলার প্রতিটি থেকে একটি করে ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সংশ্লিষ্ট জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার ও জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির সভাপতি (জেলা ও দায়রা জজগণ) অংশ নেন।

আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মোঃ গোলাম সারওয়ার সভা পরিচালনা করেন। এসময় ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অভ্ মিশন Helen LaFave, প্রমোটিং পিস এন্ড জাস্টিস এর চিফ অভ্ পার্টি হেদার গোল্ডস্মিথ, আইন ও বিচার বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণসহ জাতীয় আইনত সহায়তা প্রদান সংস্থার কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সমন্বয় সভায় আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মোঃ গোলাম সারওয়ার বলেন, বর্তমান সরকার আইনি সহায়তা কার্যক্রমকে জোরদারকরণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। আইনি সহায়তা কার্যক্রম জোরদার করতেই আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের নির্দেশে আজকের এ সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়েছে। তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কেন্দ্র গড়ে তোলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তিনি প্যানেল আইনজীবীদের ফি বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, ইউনিয়ন ও উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটির সভাপতি হলেন জনপ্রতিনিধি। আইনি সহায়তা কার্যক্রমকে গতিশীল করতে তাদের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন। জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততা বাড়ানো গেলে আইনি সহায়তা কার্যক্রম গতিশীল হবে।

সভায় অংশগ্রহণকারী উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটির সভাপতিগণের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটিকে কার্যকর করতে হলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তার কার্যকর সমন্বয়, আন্তরিকতা থাকতে হবে। তাছাড়া প্রচার ও প্রকাশনা খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে। ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটির আর্থিক সীমা বাড়াতে হবে। উপজেলা পরিষদের রাজস্ব বাজেট থেকে লিগ্যাল এইড খাতে খরচের অনুমোদন প্রয়োজন। কেউ কেউ জনসচেতনতা বাড়াতে মসজিদের ইমাম ও মোয়াজ্জিন, মন্দিরের পুরোহিত, স্কুল-কলেজের শিক্ষককে সম্পৃক্ত করার পরামর্শ দেন।

#

রেজাউল/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আব্বাস/২০২৩/১৭৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৪০

**বিজিবি মহাপরিচালকের তিনবিঘা করিডোর এবং আঙ্গরপোতা-দহগ্রাম সীমান্ত পরিদর্শন**

রংপুর, ২৮ মাঘ (১১ ফেব্রুয়ারি) :

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম নাজমুল হাসান লালমনিরহাটের পাটগ্রামে তিনবিঘা করিডোর, আঙ্গরপোতা-দহগ্রাম ও পানবাড়ি সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন।

বিজিবি’র বিভিন্ন ইউনিটের অপারেশনাল, প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিদর্শনের অংশ হিসেবে তিনি আজ রংপুর রিজিয়ন সদর এবং রংপুর ব্যাটালিয়ন পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি কোয়ার্টার গার্ডে সালাম গ্রহণ এবং বৃক্ষরোপণ করেন।

এরপর বিজিবি মহাপরিচালক রংপুর ব্যাটালিয়নের অধীনস্থ লালমনিরহাটের পাটগ্রাম সীমান্তে তিনবিঘা করিডোর পরিদর্শন করেন। সেখানে পৌঁছালে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর একটি চৌকসদল বিজিবি মহাপরিচালককে গার্ড অভ্ অনার প্রদান করে।

পরবর্তীতে তিনি আঙ্গরপোতা, দহগ্রাম ও পানবাড়ি বিওপি ও সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি উপস্থিত স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে কথা বলেন এবং সাধারণ মানুষের খোঁজখবর নেন।

পরিদর্শনকালে বিজিবি মহাপরিচালক সীমান্তে দায়িত্বরত বিজিবি সদস্যদের সাথে কুশলাদি বিনিময় করেন এবং অপারেশনাল, প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। পরে তিনি পানবাড়ি বিওপি’র সৈনিকদের সাথে মধ্যাহ্নভোজে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি ফেরার পথে তিস্তা ব্যাটালিয়ন এবং তিস্তা ব্যারেজ এলাকা পরিদর্শন করেন।

বিজিবি মহাপরিচালক এর পরিদর্শনকালীন বিজিবির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ব্যাটালিয়ন অধিনায়কসহ অন্য অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শরীফুল/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আব্বাস/২০২৩/১৯৪৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৫৩৯

**বিএনপি আন্দোলন পারে না, পারে শুধু বিশৃঙ্খলা**

**তাদের দিনে ‘পদযাত্রা’, রাতে ‘এম্বেসি যাত্রা’**

 **– তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ২৮ মাঘ (১১ ফেব্রুয়ারি):

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘বিএনপি আন্দোলন করতে পারে না, পারে শুধু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে, বিএনপির কতটুকু শক্তি আমাদের জানা আছে।’ তিনি বলেন, ‘বিএনপির কাজ হচ্ছে দিনের বেলায় ‘পদযাত্রা’, রাতের বেলায় ‘এম্বেসি যাত্রা’। রাতের বেলা বিভিন্ন এম্বেসিতে গিয়ে কূটনীতিকদের হাতে পায়ে ধরে পদলেহন করা -এই হচ্ছে তাদের কাজ। কিন্তু এদেশে কোনো কূটনীতিক কাউকে ক্ষমতায় বসাতে পারে নাই, পারবেও না।’

দেশব্যাপী ইউনিয়ন পর্যায়ে আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশের অংশ হিসেবে আজ চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ফতেহপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ‘বিএনপি-জামাতের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে ফতেহপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ আয়োজিত শান্তি সমাবেশ’-এ প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ সব কথা বলেন।

‘ঈদের পরে, শীতের পরে, গ্রীষ্মের পরে যখন আম পাকে কিংবা বার্ষিক পরীক্ষার পরে আন্দোলন করতে করতে বিএনপির ১৪ বছর কেটে গেছে’ উল্লেখ করে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘২০১৩, ’১৪ ও ’১৫ সালে যারা অগ্নিসন্ত্রাস করে এতদিন আত্মগোপনে ছিল তাদেরকে গ্রাম-গঞ্জে এনে আবার অগ্নিসন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই সমগ্র দেশে পদযাত্রার ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি। কিন্তু রাজনীতির নামে কাউকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে আমরা দিতে পারি না।’

মন্ত্রী বলেন, ‘এই দেশের ক্ষমতার মালিক জনগণ। আমরা জনগণের ক্ষমতায় বিশ্বাস করি, আওয়ামী লীগ সবসময় জনগণের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করেছে। আগামী নির্বাচনেও জনগণের রায় নিয়ে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে আবার সরকার গঠন করবে।’

হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, বিএনপি বুঝতে পেরেছে আগামী নির্বাচনেও তাদের কোনো সম্ভাবনা নাই, তাই তাদের নির্বাচন ভীতি পেয়ে বসেছে। এখন সবাইকে নিয়ে ঐক্য করে মাঝে মধ্যে বলে ৩২ দল, কখনো ১২ দল, কখনো ২২ দল, আবার বলে ৫৪ দল। আসলে বিএনপির জোট যে কত দলের, সেটা বলা মুশকিল। ২২ দল এবং ১২ দল মিলে ঢাকা শহরে এক জায়গায় সমাবেশ করলে সেখানে মানুষ পাওয়া যায় পঞ্চাশ জন। আর সাংবাদিক থাকে এক’শ জন। এই হচ্ছে তাদের সমাবেশ।

‘আর বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান তো নির্বাচন করতে পারবেন না, তাই তারা নির্বাচনে গিয়ে মির্জা ফখরুলকে নেতা বানাতে চান না’ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘বিএনপি’র পতাকাটা তারা মির্জা ফখরুল কিংবা অন্য কারো হাতে তুলে দিতে চান না। সেই কারণেই তাদের নির্বাচন ভীতি পেয়ে বসেছে। নির্বাচন বানচাল করার জন্য অতীতে যেমন ষড়যন্ত্র করেছে এখনও সেই ষড়যন্ত্রের পথেই হাঁটছে বিএনপি।’

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহ্‌মুদ সাংবিধানিক যুক্তি দিয়ে বলেন, 'আপনারা নির্বাচনে যাবেন না, আবার সরকার হটাতে চাইবেন সেটি তো হয় না। নির্বাচনে আসুন, নির্বাচনে এসে জনপ্রিয়তা যাচাই করুন। জনগণ যাদেরকে নির্বাচিত করবে, তারাই দেশ পরিচালনা করবে।’

ফতেহপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি এডভোকেট মোহাম্মদ শামীমের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এম এ সালাম ও বিশেষ অতিথি ছিলেন সাধারণ সম্পাদক শেখ আতাউর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগ নেতা ইউনুছ গণি চৌধুরী, উত্তর জেলা যুবলীগের সভাপতি এস এম রাশেদুল ইসলাম, উত্তর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি তানভির হোসেন চৌধুরী তপু, সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম এবং উত্তর জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বাসন্তি প্রভা পালিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন।

#

আকরাম/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহ্‌মুদ/শামীম/২০২৩/১৯১০ঘণ্টাতথ্যবিবরণী

নম্বর: ৫৩৮

**ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং সংযুক্তি হচ্ছে শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম বাহন**

 **-- ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ মাঘ (১১ ফেব্রুয়ারি):

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল সংযুক্তি হচ্ছে শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম বাহন। আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রচলিত গতানুগতিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের বিদ্যমান ধারা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা অপরিহার্য। শিক্ষার পদ্ধতি হতে হবে ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পছন্দনীয় পদ্ধতিতে। এর ফলে তারা আনন্দের সাথে সহজে পাঠ গ্রহণ ও ধারণ করতে পারবে। ডিজিটাল প্রযুক্তি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে। মন্ত্রী এই পরিবর্তিত ব্যবস্থায় শিখন ও শেখানোর পদ্ধতিসমূহকে আরো সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে শিক্ষাবিদ ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে সমন্বিত উদ্যোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

তিনি আজ ঢাকায় আন্তর্জাতিক সংগঠন জেইআইএসটি আয়োজিত ভবিষ্যৎ চাহিদা মেটাতে মিশেল পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সড়কের নাম হচ্ছে ডিজিটাল সংযুক্তির মহাসড়ক। কোভিডকালে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বাণিজ্যসহ এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ নেই ডিজিটাল সংযুক্তির মাধ্যমে করা হয়নি। মিশেল শিক্ষা পদ্ধতির জন্য নানা আধুনিক মডেল প্রচলিত রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, যেগুলো সহজ, আনন্দময়, মাল্টিমিডিয়া ও ইন্টারঅ্যাকটিভ সেগুলো সব দেশের সব বয়সি মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য। তবে এগুলো বাস্তবায়নের জন্য যেসব উপকরণের কথা বলা হয়েছে, তা জোগান ও সামাল দেওয়া নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, কোভিডকালে সফলতার সাথে মোবাইল ও ইন্টারনেটের বিশাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে দেশের প্রত্যন্ত গ্রামের শিশুটিও অনলাইনে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। আজকের দিনে ডিজিটাল যন্ত্র থেকে শিক্ষার্থীদের দূরে রাখা যাবে না। তিনি বলেন, দেশে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তুলতে সরকার শিক্ষায় ডিজিটাল রূপান্তরের কাজ শুরু করেছে। ইতোমধ্যে দেশের দুর্গম অঞ্চলে সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরের সুযোগ পৌঁছে দিতে ৬৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পার্বত্য অঞ্চলের ২৮টি পাড়া কেন্দ্রে ডিজিটাল শিক্ষার অভিযাত্রা শুরু হয়েছে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

জেইআইএসটি চেয়ারম্যান বিপ্লব কুমার দেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জেইআইএসটি গ্লোবালের প্রেসিডেন্ট ড. সব্যসাচি মজুমদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এসএম হাফিজুর রহমান, প্রফেসর আবু বিন সুশান্ত, জেইআইএসটি পরিচালক বেদুরা জাহান এবং এটুআই কর্মকর্তা তৌফিকুর রহমান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

বক্তারা ব্লান্ডেড শিক্ষা বিস্তারে কনটেন্ট এবং ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারের অপর্যাপ্ততাসহ বেশ কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরেন।

#

শেফায়েত/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/শামীম/২০২৩/১৮৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৩৭

**সরকার গণতান্ত্রিক অধিকার সমুন্নত রাখতে সক্ষম হয়েছে**

 **---আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

বরিশাল, ২৮ মাঘ (১১ ফেব্রুয়ারি) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মূলনীতি গ্রাম শহরের উন্নতি। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার এ দর্শনকে ধারণ করে দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকার সমুন্নত রাখতে সক্ষম হয়েছে।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ বরিশালের আগৈলঝাড়াস্থ সেরালে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন। এ সময় জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ বলেন, সরকার সারা দেশে পরিকল্পিত, গণমুখী ও বাসযোগ্য টেকসই গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সুষম উন্নয়ন নীতিতে বিশ্বাস করেন। এ নীতিতে সারা দেশে সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সরকারের মুখাপেক্ষী না থেকে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনসেবা সুনিশ্চিত করার পরামর্শ দেন।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, বর্তমান সরকারের ‘রূপকল্প ২০২১’ এর সফল বাস্তবায়ন এবং অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সরকারের সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করতে হবে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দলমতের ঊর্ধ্বে ওঠে সর্বস্তরের জনগণের সার্বিক কল্যাণে সমন্বিত ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। তিনি বরিশালের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন।

#

আহসান/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আব্বাস/২০২৩/১৮৪৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৫৩৬

**নির্বাচনে না আসলে বিএনপি ভেঙে যেতে পারে**

 **- কৃষিমন্ত্রী**

দেলদুয়ার (টাঙ্গাইল), ২৮ মাঘ (১১ ফেব্রুয়ারি):

আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলে বিএনপি ভেঙে যেতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, নির্বাচনে না আসলে বিএনপি অস্তিত্ব সংকটে পড়বে। বিএনপির বহু লোক আওয়ামী লীগে যোগ দিতে আলাপ করতে পারে, অন্য দলেও চলে যেতে পারে।

আজ টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলার ছিলিমপুর এমএ করিম উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ছিলিমপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ আয়োজিত শান্তি সমাবেশে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও ষড়যন্ত্রমূলক অপরাজনীতির বিরুদ্ধে এ শান্তি সমাবেশে আয়োজন করা হয়।

মন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ কোনো পাল্টা কর্মসূচি দিচ্ছে না। বিএনপি যাতে আন্দোলনের নামে ২০১৫ সালের মতো তাণ্ডব সৃষ্টি করতে না পারে, এবং দেশকে অস্থির করে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিতে না পারে, সেজন্যই এই শান্তি সমাবেশের আয়োজন। এর মাধ্যমে আমরা আওয়ামী লীগের লাখ লাখ নেতাকর্মীকে সচেতন করছি ও সক্রিয় রাখছি। এ সমাবেশ মানুষের নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য। তিনি বলেন, বিএনপি যতই আন্দোলন কর্মসূচি করুক, কোনক্রমেই বৈধ সরকারের পতন ঘটাতে পারবে না। আগে ঢাকায় আন্দোলন করতো বিএনপি, সেখানে ব্যর্থ হয়ে তারা বিভাগে, জেলায় আন্দোলন কর্মসূচি দিয়েছে, আর এখন ইউনিয়নে ইউনিয়নে কর্মসূচি দিচ্ছে।

ড. রাজ্জাক বলেন, দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহযোগিতা করা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের দায়িত্ব। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা শান্তিপূর্ণ সমাবেশ কর্মসূচির মাধ্যমে সেই দায়িত্ব পালন করছে। বিএনপির আন্দোলন কর্মসূচি থেকেও নিরাপদ দূরে থাকছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় এনেছে জনগণ। জনগণই আওয়ামী লীগের পাহারাদার। আন্দোলনে সরকারের পতন হবে না।

শান্তি সমাবেশে আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক শামসুন নাহার চাঁপা, টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফজলুর রহমান খান ফারুক, সাধারণ সম্পাদক জোয়াহেরুল ইসলাম এমপি, আহসানুল ইসলাম টিটু এমপি, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফারুক হোসেন মানিক ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

#

কামরুল/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহ্‌মুদ/শামীম/২০২৩/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৩৫

**শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যতই মিথ্যাচার হোক না কেনো**

**জনগণ তা কখনোই মেনে নেবে না**

 **---নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ফুলবাড়ি (দিনাজপুর), ২৮ মাঘ (১১ ফেব্রুয়ারি) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সঠিক শিক্ষানীতি নিয়ে দেশ এগিয়ে চলছে। শিক্ষার্থীদের বছরের শুরুতে নতুন পাঠ‍্যবই দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে বৃত্তি ও উপবৃত্তির ব‍্যবস্থা করেছেন শিক্ষাবান্ধব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আমাদের শুধু একাডেমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলে চলবে না, আমাদেরকে সমন্বিত শিক্ষা ব‍্যবস্থার মধ‍্য দিয়ে বিদ্বান ও দেশপ্রেমিক মানুষ হতে হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী হিসেবে গড়ে তুলেছে। বিএনপি শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যতই মিথ্যাচার করুক না কেনো, জনগণ তা কখনোই মেনে নেবে না।

প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরের ফুলবাড়িতে গোলাম মোস্তফা (জিএম) হাইস্কুলের শতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

শতবর্ষপূর্তিতে আজ সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, ভাস্কর্য ও নামফলক উন্মোচন এবং বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রতিমন্ত্রী।

এসময় অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার। শতবর্ষ আয়োজন কমিটির আহ্বায়ক ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আতাউর রহমান মিল্টনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ কামরুজ্জামান, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলতাফুজ্জামান মিতা।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমন্বিত উন্নয়ন, সমাজ ব‍্যবস্থা ও সমন্বিত শিক্ষা ব‍্যবস্থার কারণে সমগ্র বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হয়ে গেছে, যা সমগ্র পৃথিবীতে প্রশংসিত হচ্ছে। এ ধারাকে আমাদের এগিয়ে নিতে হবে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা স্বাধীন দেশ পেয়েছি। বঙ্গবন্ধুর যোগ‍্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নত বাংলাদেশে পা দিয়েছি। ২০৪১ সালে লক্ষ‍্যমাত্রায় পৌঁছে যাচ্ছি। তিনি আশা করেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে গোলাম মোস্তফা বিদ‍্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

#

জাহাঙ্গীর/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আব্বাস/২০২৩/১৯১৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ৫৩৪

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৮ মাঘ (১১ ফেব্রুয়ারি) :

          স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৪৪ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ২৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৪ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৯৬ হাজার ৮৬১ জন।

**#**

কবীর/এনায়েত/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৭৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৩৩

**বীজের মানে কোনো রকম ছাড় দেয়া হবে না**

 **--কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ মাঘ (১১ ফেব্রুয়ারি) :

বীজের মানে কোনো রকম ছাড় দেয়া হবে না বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, কৃষি উৎপাদনের মূল উপকরণ হলো বীজ। ভালো ফলন ও উৎপাদনশীলতার জন্য মানসম্পন্ন বীজ অপরিহার্য। কাজেই, বীজের মানের বিষয়ে কোনো রকম ছাড় দেয়া হবে না। কৃষক যাতে শতভাগ আস্থার সাথে নির্দ্বিধায় বীজ ব্যবহার করতে পারে, সেটি নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে একযোগে কাজ করতে হবে।

আজ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ সীড কংগ্রেসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। কৃষি মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

মন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কৃষিবান্ধব সরকার সার, বীজসহ কৃষি উপকরণে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। বিগত ১৪ বছরে সার-বীজের কোনো সংকট হয়নি। বিশ্বব্যাপী সারের দাম চারগুণ বৃদ্ধি পেলেও সরকার দেশে সারের দাম বাড়ায়নি, বরং আগের চেয়ে চারগুণের বেশি ভর্তুকি দিয়ে যাচ্ছে। বীজের দামও বাড়ায়নি। কৃষি উৎপাদন বজায় রাখতে আগামীতেও সার-বীজের দাম বাড়বে না।

বীজ কোম্পানিগুলোকে সততার সাথে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, নিম্নমানের বীজের বিষয়ে এখনো অনেক অভিযোগ আসে, মাঠ থেকে খবর পাই যে, চারা অর্ধেক গজায়নি। এখনো কিছু কোম্পানির প্রতারণা করার প্রবণতা আছে। অনেক সময় কৃষকরা নিম্নমানের বীজ কিনে প্রতারিত হয়। এতে একদিকে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অন্যদিকে উৎপাদন ব্যাহত হয়। এ বিষয়ে বীজ অ্যাসোসিয়েশনকে বীজের মানের বিষয়ে কৃষকের শতভাগ আস্থা অর্জন করতে হবে। আর এতে বীজ কোম্পানিই উপকৃত হবে বেশি।

বিদেশ থেকে যেসব নতুন ফসলের বীজ দেশে আসছে সে বিষয়েও সচেতন থাকার আহ্বান জানান ড. রাজ্জাক। তিনি বলেন, এসব জাত দেশের জন্য কতটুকু উপযোগী, কোনো রোগব্যাধি বা জীবাণু আছে কি না, কৃষককে ক্ষতিগ্রস্ত করবে কি না- এসব বিষয়ে কঠোরভাবে খতিয়ে দেখতে হবে।

মন্ত্রী কৃষি বিভাগের কর্মকর্তাদেরকে মানসম্পন্ন বীজ নিশ্চিত করতে কঠোরভাবে মনিটরিং করার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন, কর্মকর্তাদেরকে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার, গেস্ট অভ্ অনার হিসাবে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জ্যান বেলি, এফএওর বাংলাদেশ প্রতিনিধি রবার্ট সিম্পসন, এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক সিড এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মনিশ প্যাটেল, ইন্টারন্যাশনাল সিড ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারি মাইকেল কেলার বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সিড এসোসিয়েশনের সভাপতি এম আনিস উদ দৌলা।

#

কামরুল/এনায়েত/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৭৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৩২

**দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে দেয়া হবে না**

 **---পরিবেশমন্ত্রী**

বড়লেখা (মৌলভীবাজার), ২৮ মাঘ (১১ ফেব্রুয়ারি) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, দেশের চলমান উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রাকে কোনো অবস্থায়ই বাধাগ্রস্ত করতে দেয়া হবে না। কেউ উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে চাইলে, আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, কৃষকলীগ, ছাত্রলীগ ঘরে বসে থাকবে না। তাদেরকে বাংলাদেশে ২০১৩-১৪ সালের মতো আগুন সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে এবং দেশকে জঙ্গিদের দেশে পরিণত হতে দেয়া যাবে না। আন্দোলনরত বিরোধীদলগুলোর উদ্দেশ্যে পরিবেশমন্ত্রী বলেন, আগামীতে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে জনগণ যাদের সমর্থন দেবে তারাই দেশ পরিচালনা করবে, অযথা নৈরাজ্য সৃষ্টি করবেন না।

আজ মৌলভীবাজারের বড়লেখা সদর ইউনিয়ন পরিষদে বিএনপির সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও ষড়যন্ত্রমূলক অপরাজনীতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বড়লেখা সদর ইউনিয়ন শাখা আয়োজিত শান্তি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার বিশ্বে বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করে
২ হাজার ৮৪০ ডলার, কৃষকদের জন্য পর্যাপ্ত সার, আধুনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ব্যবস্থা করছে সরকার। অসহায় মানুষদের জন্য বিভিন্ন প্রকার ভাতার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নিজের মন্ত্রণালয়ের উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, মাধবকুণ্ডে কেবলকার, লাঠিটিলায় সাফারিপার্ক, হাকালুকি হাওরের উন্নয়নে কাজ করা হচ্ছে। মন্ত্রী নেতাকর্মীদের বলেন, উন্নয়নের এ বার্তা নিয়ে প্রতিটি ঘরে যেতে হবে।

বড়লেখা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম সুন্দর, সাংগঠনিক সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান সোয়েব আহমদ এবং পৌর মেয়র আবুল ইমাম মোঃ কামরান চৌধুরী।

#

দীপংকর/এনায়েত/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৭২৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৩১

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন**

**-এনামুল হক শামীম**

শরীয়তপুর, ২৮ মাঘ (১১ ফেব্রুয়ারি) :

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম বলেছেন, শিক্ষকদের অধিকার ও সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামী লীগ সরকার সবসময় আন্তরিক রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষকদের বেতন ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। শিক্ষকদের আস্থা ও ভরসার স্থল তিনি। তাই স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিক্ষকদের অগণী ভূমিকা রাখতে হবে।

আজ শরীয়তপুরের নড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

উপমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর শিক্ষকরা মর্যাদা পাননি। ’৭৫ পরবর্তী সরকারগুলো সকল ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। সবচেয়ে বেশি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে শিক্ষকদের মর্যাদার ক্ষেত্রে। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু ৩৭ হাজার এবং ২০১৩ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করেছিলেন।

তিনি আরো বলেন, শিক্ষাখাতে অভাবনীয় উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। বিনামূল্যে বই বিতরণ, মেধাবৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ, যা বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলের চেয়ে ১৩ গুণ বেশি। শিক্ষক নিয়োগ ও মর্যাদা বৃদ্ধি, নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা, দারিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড, কম্পিউটার ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন এবং সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ করছে বর্তমান সরকার।

নড়িয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান একেএম ইসমাইল হকের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন, পৌরসভার মেয়র আবুল কালাম আজাদ, নড়িয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ রাশেদউজ্জামান ও উপজেলা শিক্ষা অফিসার শাহ মো. ইকবাল।

#

গিয়াস/জুলফিকার/সাঈদা/মাসুম/২০২৩/১৩৪০ ঘণ্টা

Handout Number :530

**Bangladesh dispatches special assistance mission**

**to Syria with emergency relief goods**

Dhaka, 11 February:

In pursuance of Bangladesh’s commitment to global peace and humanitarian assistance to disaster-afflicted humanity, and also in solidarity with the earth-quake- affected people of Syrian Arab Republic, the government of Bangladesh dispatched a transport aircraft from Bangabandhu Air Base, Dhaka to Damascus, Syria by special flight No. C- 130 J at local time 10:30 pm yesterday.

The directives of dispatching a special aircraft with relief goods to Syria came from the Honourable Prime Minister Sheikh Hasina in view of the fatal earthquake that hit the border of Turkey and Syria on 06 February 2023 causing a death toll of exceeding as of 20000 and thousands of casualties. The special flight included a rescue team of 17 members from Bangladesh Air forces and relief goods and essential medicine. The humanitarian assistance contained 11 metric tons of relief goods which included dry cakes (1110 KG), digestive biscuits (556 KG), medicine (930 KG), blankets (1380 KG), tents (4423 KG) and winter clothes, sweater (1390 KG). The flight is scheduled to return to Dhaka on 13 February 2023 after handing over the relief goods to the local authority in Syria.

Earlier on 08 February 2023, Bangladesh Air Force dispatched a similar special flight with relief goods and two medical teams and a rescue team with a total of 61 member to Turkey. The team, in addition to distributing relief works, are contributing to rescue efforts in consonance with Turkish national rescue activities.

The President, Prime Minister and Foreign Minister issued separate condolence messages to the Syrian President, Foreign Minister  and the bereaved people of Syria. As a longstanding friend of the Syrian Arab Republic, the condolence messages conveyed, profound shocks and sympathies to the victims of the earthquakes and the wounded from the government and people of Bangladesh and expressed full solidarity with the brotherly people of Syria at this critical hour. Similar condolence messages were also issued to the Turkish government and people expressing sympathies and early recovery.

#

Zulfikar/Saida/Masum/2023/1430 hour

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫২৯

**বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর**

**৪৩তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৮ মাঘ (১১ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪৩তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪৩তম জাতীয় সমাবেশ-২০২৩ অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি এ বাহিনীর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ বাহিনীর সদস্যরা মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভে আনসার সদস্যগণ নিজেদের অস্ত্রাগারে রক্ষিত ৪০ হাজার থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দেন। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল ১২ জন বীর আনসার সদস্য মুজিবনগরের আম্রকাননে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকারকে ‘গার্ড অব অনার’ প্রদান করে এ বাহিনীকে করেছে গৌরবান্বিত। ভাষা শহীদ আনসার কমান্ডার আব্দুল জব্বারসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী ৬৭০ জন বীর আনসারসহ সকল শহিদকে গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও সাফল্যের অন্যতম অংশীদার। জনসম্পৃক্ত সুশৃঙ্খল এ বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পরিবার পরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্য, দুর্যোগ মোকাবিলা, পরিবেশ রক্ষা, বৃক্ষরোপণ, নারী ও শিশুপাচার রোধ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অনবদ্য অবদান রাখছে। নারীর ক্ষমতায়ন, জনকল্যাণ ও উন্নত জাতি গঠনে প্রায় ৬১ লক্ষ সদস্যের এ বাহিনীর বহুমুখী উন্নয়নমূলক কর্মতৎপরতা সত্যিই প্রশংসনীয়। এছাড়াও খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে এ বাহিনীর সদস্যরা অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলছে।

আওয়ামী লীগ সরকার এ বাহিনীর আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাহিনীর সদস্যদের জন্য নতুন পোশাক প্রবর্তন, পারিবারিক রেশন প্রদান, সাধারণ আনসারের রেশন সামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি, সাহসিকতা ও সেবামূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ রাষ্ট্রীয় পদক প্রবর্তন, কর্মকর্তাদের জন্য বিভিন্ন গ্রেডে নতুন পদ সৃজন, টিআইদের পদোন্নতি এবং কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ব্যাটালিয়ন সদস্যদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও একটি বিশেষায়িত গার্ড ব্যাটালিয়নসহ নতুন আনসার ব্যাটালিয়ন গঠন, ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের স্থায়ীকরণের মেয়াদ হ্রাস এবং আনসার ব্যাটালিয়নের তিনটি পদবির বেতন গ্রেডের ধাপ উন্নীত করা হয়েছে। বাহিনীর অবকাঠামোসহ সর্বক্ষেত্রে আধুনিকায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে রেঞ্জ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ভবন নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন, বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ যে কোন প্রয়োজনে এ বাহিনীর সদস্যরা আত্মনিবেদিত ও সদা তৎপর। বৈশ্বিক মহামারি করোনা সংক্রমণের শুরুতেই মৃত্যু ঝুঁকি উপেক্ষা করে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম, মাস্ক ও লিফলেট বিতরণ, শ্রমিক সংকটকালে কৃষকের ফসল ঘরে তোলা, ত্রাণ বিতরণ এবং হাসপাতালে আগত রোগীদের সহায়তাকরণসহ কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে নিবন্ধন কার্যক্রমে সহযোগিতা ও কোভিড-১৯ বিশেষায়িত হাসপাতালে দায়িত্ব পালনে এ বাহিনীর সদস্যদের সাহসী উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়।

আমি আশা করি, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিটি সদস্য দেশপ্রেম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বাহিনীর সুনাম, ঐতিহ্য ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে দেশ ও জাতির শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সার্বিক আর্থসামাজিক উন্নয়নে আরো অবদান রেখে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ তথা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

আমি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪৩তম জাতীয় সমাবেশ-২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।”

#

ইমরুল/জুলফিকার/সাঈদা/মাসুম/২০২৩/১২০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫২৮

**বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৮ মাঘ ( ১১ ফেব্রুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং ৪৩তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং ৪৩তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষ্যে আমি বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ শৃঙ্খলা ও জনসম্পৃক্ত বাহিনী। ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের সকল প্রয়োজনে আনসার বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমি মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন সময়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় আত্মত্যাগকারী বীর আনসার সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং জননিরাপত্তা বিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। যানজট নিরসনে ট্রাফিক পুলিশের সাথে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন স্থাপনা এবং প্রকল্পসমূহে নিরাপত্তা বিধানে এ বাহিনীর সদস্যরা নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলায় এ বাহিনীর সদস্যরা সাহসিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। নিয়মিত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি এ বাহিনী যুব ও নারীদেরকে বিভিন্ন পেশায় বিনামূল্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে কাজ করে যাচ্ছে। আমি আশা করি, ‘শান্তি, শৃঙ্খলা, উন্নয়ন, নিরাপত্তায় সর্বত্র আমরা' এ মূলমন্ত্রে দীক্ষিত বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল সদস্য মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সেবার মহান আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে দেশের উন্নতি, অগ্রগতি ও জননিরাপত্তায় আত্মনিয়োগ করবে।

আমি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ৪৩তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/জুলফিকার/সাঈদা/মাসুম/২০২৩/১২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫২৭

**বালি প্রসেস যেন সমস্যার সাময়িক উপশমের উপলক্ষ না হয়**

  **-পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন**

ঢাকা, ২৮ মাঘ (১১ ফেব্রুয়ারি):

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, বালি প্রসেস যেন সমস্যার সাময়িক উপশমের উপলক্ষ না হয়। অনিয়মিত অভিবাসনের মূল কারণগুলো মূলোৎপাটনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে কাজ করার আহবান জানান তিনি। গতকাল অস্ট্রেলিয়ার এডিলেইডে অনুষ্ঠিত বালি প্রসেস ফোরামের মানব পাচার ও চোরাচালান এবং এ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক অপরাধ বিষয়ক ৮ম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ আহবান জানান।

তিনি বলেন, যুদ্ধ ও সহিংসতা, দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত, ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, নিয়মিত অভিবাসনের স্বল্পতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর মতো সমস্যাগুলো অনিয়মিত অভিবাসন বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে, যা বিশ্বের নীতি নির্ধারকদের সম্মুখে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। সুতরাং বালি প্রসেসকে কার্যকর করতে সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে অনিয়মিত অভিবাসনের মূল কারণ চিহ্নিত করে তা মোকাবিলায় ভূমিকা রাখতে হবে। রোহিঙ্গা সমস্যা আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে টেকসই প্রত্যাবাসনে সকল দেশকে সক্রিয়ভাবে কাজ করার আহবান জানান।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন সম্মেলনের সাইড লাইনে অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেনি ওয়াং এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্লেয়ার ও’নীলের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। তিনি রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টিতে অস্ট্রেলিয়ার সহযোগিতা কামনা করেন। মানবিক সাহায্যের পাশাপাশি শরণার্থী ভিসা প্রদানের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের গ্রহণের বিষয়টি অস্ট্রেলিয়া বিবেচনা করতে পারে বলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

সম্মেলনে ড. মোমেন ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এসময় তিনি রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে আসিয়ান দেশসমুহকে যুক্ত করতে এবং এ বিষয়ে মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টিতে ইন্দোনেশিয়ার সহযোগিতা কামনা করেন।

এর আগে এডিলেইডে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশিদের সাথে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

#

মহসিন/জুলফিকার/সাঈদা/মাসুম/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা